শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া।

তারিখ ঃ ২১/০৫/২০২৩খ্রিঃ।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১২ অব ২০২২-২৩ (২য় বার)

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া-এর অধীন বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলায় উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে মার্কাকৃত খাড়া গাছ, আহরিত/সংগৃহীত, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ প্রভৃতি গাছ ও জব্দকৃত কাঠ/জ্বালানী/বল্লী/খুঁটি বিক্রির জন ট্রেড লাইসেন্সধারী সাধারণ ব্যবসায়ী / যে কোন বন বিভাগ হতে হালনাগাদকৃত কাঠের ডিপো লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/ বৈধ 'স' মিলের মালিক/ বৈধ ফার্ণিচারমার্ট মালিক/ সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকরা উপকারভোগী সদস্য -দের নিকট থেকে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

প্রতিটি গ্রুপের/লটের দরপত্র সিডিউল (ছকপত্র) টাঃ ৪০০/-(টাকা চারশত) মাত্র অফেরতযোগ্য মূল্যে বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া এর কার্যালয়; রেঞ্জ কর্মকর্তা সদর রেঞ্জ, বগুড়া এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শেরপুর/ দুপচাঁচিয়া/ কালাই/ জয়পুরহাট এসএফএনটিসি এর কার্যালয় হতে (সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) আগামী ২২/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত ক্রয় করা যাবে। দরপত্রসমূহ আগামী ০৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া এর কার্যালয়; নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়; জেলা প্রশাসক, বগুড়া-এর কার্যালয় এবং পুলিশ সুপার, বগুড়া-এর কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে গ্রহণ করা হবে এবং ঐদিন অর্থাৎ ০৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৩:০ ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরপত্রদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ থাকে) দরপত্র ওপেনিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ খোলা এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করা হবে।

দরপত্র দাতাগণকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে সরেজমিন খাড়া মার্কাকৃত বাগানের অবস্থান, লটে খাড়া গাছের সংখ্যা, কাঠ ও জ্বালানীর পরিমাণ ইত্যাদি যথাযথভাবে শতভাগ পরীক্ষা করতঃ দরপত্র দাখিলের জন্য পরামর্শ দেয়া গেল। দরপত্র গ্রহণের পর বিক্রিত লটের বনজ দ্রব্যের ব্যাপারে কোন প্রকার/ধরণের ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

দরপত্রের শর্তাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়/রেঞ্জ কর্মকর্তা,সদর রেঞ্জ,বগুড়া এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,শেরপুর/ দুপচাঁচিয়া/ কালাই/ জয়পুরহাট এসএফএনটিসি-এর কার্যালয় হতে আগামী ২২/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতীত) অফিস চলাকালীন দেখা ও জানা যাবে।

"বিভিন্ন উৎসের বনজদ্রব্য বিক্রয়ের দরপত্রের শর্তাবলী"

১। ট্রেড লাইসেন্সধারী সাধারণ ব্যবসায়ী/ যে কোন বন বিভাগ হতে হালনাগাদকৃত কাঠের ডিপো লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/ বৈধ 'স' মিলের মালিক/ বৈধ ফার্ণিচারমার্ট মালিক/ সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকরা উপকারভোগী সদস্য এ দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
২। দরপত্র দাতাগণকে অবশ্যই নির্ধারিত ছকপত্র ক্রয় করে "বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া-এর বরাবরে সীলমোহরকৃত বন্ধ খামে দরপত্র দাখিল করতে হবে। খামের উপরে বামপার্শ্বে দরপত্র দাতার পূর্ণনাম, ঠিকানা ও ডান পার্শ্বে গ্রুপ/ লট নম্বর স্পষ্টভাবে লিখতে হবে দরপত্রের ছকপত্রে লটের মোট মূল্য অংকে ও কথায় পৃথক ভাবে স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই লিখতে হবে। কোন প্রকার কাটা-কাটি, উপরিলিখন (Over writing) বা ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না। এরুপ পরিলক্ষিত হলে তার দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
৩। দরপত্র দাতাগণকে দরপত্রের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবেঃ
ক)দরপত্র ক্রয়ের মুল রশিদএর ফটোকপি (ছকপত্র ক্রয়ের রশিদ ইস্যুকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে)।
খ)দরপত্রদাতার নিজ নামে স্বাক্ষরযুক্ত ০১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিণ ছবি (যা গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে)।
গ)জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (যা গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে)।
ঘ)জামানত বাবদ "বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া" এর বরাবর লটের উদ্ধৃত মূল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) হারে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে দরপত্রদাতার নিজ নামে ইস্যুকৃত একটি পিও/ ডিডি/ এসডিআর দাখিল করতে হবে।
ঙ)এ ছাড়া দরপত্রদাতা কর্তৃক প্রতিটি লটের বিপরীতে অগ্রিম হিসাবে উদ্ধৃত মূল্যের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) "বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া" এর বরাবর যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে দরপত্রদাতার নিজ নামে ইস্যুকৃত একটি পিও/ডিডি/এসডিআর দাখিল করতে হবে।
চ)ট্রেড লাইসেন্সধারী সাধারণ ব্যবসায়ী/ যে কোন বন বিভাগ হতে হালনাগাদকৃত কাঠের ডিপো লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/ বৈধ 'স' মিলের মালিক/ বৈধ ফার্ণিচার মার্ট মালিক/ সংশ্লিষ্ট বন বিভাগে সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকরা উপকারভোগী সদস্য সম্পর্কিত চুক্তিনামার/ লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (যা গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে)।
৪। দরপত্রের ছকপত্র প্রতিটি লটের জন্য ৪০০/-(চারশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া-এর কার্যালয় এবং সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া-এর আওতাধীন সকল রেঞ্জ কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয় হতে অফিস চলাকালীন সময়ে (সরকারী ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত) ক্রয় করা যাবে।
৫। প্রত্যেক লটের জন্য জামানত লটের উদ্ধৃত মূল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অগ্রিম লটের উদ্ধৃত মূল্যের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) আলাদা আলাদা পিও/ ডিডি/ এসডিআর দাখিল করতে হবে। এক লটের পিও/ ডিডি/ এসডিআর অন্য লটের জন্য প্রযোজ্য হবে না। জামানতের উদ্ধৃত মূল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অগ্রিম উদ্ধৃত মূল্যের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) টাকার আলাদা আলাদা পিও/ ডিডি/ এসডিআর ব্যতীত কোন দরপত্র গৃহীত হবে না।

৬। জামানত ও অগ্রিম অর্থ কোন অবস্থাতেই নগদ অথবা চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে না। অকৃতকার্য দরপত্রদাতার ১০% জামানত ও ৪০% অগ্রিম অর্থ দরপত্রদাতাগণের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র খোলার ১০(দশ) কার্যদিবস পর অবমুক্ত করা হবে।

৭। দরপত্রদাতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে অবশ্যই লটের বনজদ্রব্য সমূহ সরে জমিনে দেখে নিবেন। দরপত্র দাখিলের পর তা বনজদ্রব্য কম/ নষ্টের অযুহাতে প্রত্যাহার করা যাবে না। দাখিলকৃত দরপত্র প্রত্যাহার করলে অথবা দরপত্র গৃহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট লটের গাছ/ কাঠ মরা, পঁচা, ঢোড় বা অন্য কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন পূর্বক লটের মূল্য পরিশোধ পত্র গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তার বায়নার টাকা সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এতে দরপত্র দাতার কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮। কৃতকার্য দরপত্রদাতার অগ্রিম ও জামানতের পিও/ ডিডি/ এসডিআর এর টাকা কোন অবস্থাতেই দরপত্রের মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হবে না।

৯। কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত অগ্রিম ও জামানতের পিও/ ডিডি/ এসডিআর ভূয়া প্রমাণিত হলে বা দরপত্রের সহিত কোন রকম ভূয়া বা মিথ্যা সনদপত্র/ কাগজ-পত্র/ তথ্য দাখিল করলে বা কোন প্রকার জাল-জালিয়াতি/ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ কালো তালিকা ভূক্ত করা হবে।

১০। একটি লটের বনজদ্রব্য একাধিক দরপত্রদাতার নিকট বিক্রয় করা হবে না। তবে একজন দরপত্রদাতা একাধিক লটের ছকপত্র ক্রয় এবং দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। প্রতিটি লটের জন্য প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রসহ পৃথক-পৃথক খামে পূর্ণাঙ্গ দরপত্র দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি লটের বিপরীতে সমমূল্যের একাধিক দরপত্র পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাগণের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে কৃতকার্য দরপত্রদাতা নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলে নিম্নস্বাক্ষরকারী সকল দরপত্র বাতিল করতে পারবেন।

১১। যার নামে ইতোপূর্বে এ বন বিভাগের বকেয়া বাবদ কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন সরকারী পাওনা আছে অথবা যে ব্যক্তি এ বন বিভাগ হতে ইতোপূর্বে লট ক্রয় করে লটের মূল্য পরিশোধ পত্র পেয়ে লটের মূল্য পরিশোধ করেননি, সে ব্যক্তি নিজ নামে/ অন্য নামে দরপত্রে অংশগ্রহণ করলে তার দরপত্র গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরি দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২। কৃতকার্য দরপত্রদাতার দরপত্র গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দরপত্রদাতা গ্রুপ/ লট ভিত্তিক সমুদয় মূল্য একযোগে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। গ্রুপ/ লট ভিত্তিক গ্রুপ/ লটের সমুদয় মূল্যের সাথে গ্রুপ/ লটের উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ১০% হারে আয়কর ও ৭.৫০% হারে ভ্যাট নগদ জমা প্রদান পূর্বক রসিদ গ্রহণ করবেন। অধিকন্তু সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত হারে আয়কর, ভ্যাটসহ অন্যান্য ফি প্রদান করতে হবে।

১৩। কৃতকার্য দরপত্রদাতা কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ ফরেস্টার/ বিট কর্মকর্তাকে গাছ কর্তন/ আহরণের বিষয়টি অবহিত করে লটের গাছ/ কাঠ, কর্তন/ অপসারণের কাজ শুরু করবেন।

১৪। নিম্নস্বাক্ষরকারী ও উর্দ্ধতন কর্তপক্ষ কর্তৃক দরপত্রদাতাগণকে তাদের দরপত্র গ্রহণের পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লটের মূল্য, আয়কর, ভ্যাট পরিশোধ পূর্বক ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে লিখিত আবেদন করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গ্রুপভিত্তিক লটের উদ্ধৃত মূল্য, আয়কর, ভ্যাট জমা প্রদান ও চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে দরপত্র আহবানকারী সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতার সমুদয় ১০% জামানত সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত ও দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল করতে পারবেন এবং পুনরায় উক্ত গ্রুপভিত্তিক লট/ লট পুনঃ টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে গ্রুপভিত্তিক লটের লট ক্রেতার কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৫। খাড়া গাছের লটের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে লটের মূল্য, আয়কর, ভ্যাট পরিশোধ এর পত্র জারীর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করে কার্যাদেশ না নিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্ত লট বিক্রয় আদেশ বাতিল করতে পারবেন। জামানতের ১০% টাকা বাজেয়াপ্ত করতঃ লট পুনরায় বিক্রি করতে পারবেন। এ ব্যাপারে কারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। পুনরায় বিক্রিত লটের ক্ষেত্রে বিক্রিত গ্রুপভিত্তিক লট/ লটে উদ্ধৃত দর কম হলে অবশিষ্ট টাকার জন্য সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা করা হবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, দরপত্রের সাথে লটক্রেতা কর্তৃক জমাকৃত ৪০% অগ্রিম অর্থ থেকে পরবর্তীতে বিক্রিত উদ্ধৃত দর কম হলে পূর্বে বিক্রিত দরের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ (যদি থাকে) সরকারের অনুকুলে রাজস্ব হিসেবে জমা করা হবে।

১৬। দরপত্রদাতাগণকে তাদের দরপত্র গ্রহণের পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লটের মূল্য আয়কর, ভ্যাট পরিশোধ না করলে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ৭ (সাত) দিনের পর ১ (এক) মাস এর মধ্যে টাকা জমা প্রদান করলে লটের মূল্যের ১% হারে এবং ২য় মাসের মধ্যে টাকা জমা প্রদান করলে ২% হারে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে যা আদায় পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে। অনুমোদিত তারিখের পর ২ (দুই) মাস অতিক্রান্ত হলে লট বাতিল পূর্বক বকেয়া দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা যাবে। তবে এতদবিষয়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭।কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে গাছ কাটার অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে গাছ কাটা (গাছ এর মোথা ৩´- ৬´ কান্ডসহ মাটিতে অবশ্যই রেখে) শুরু করে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে গাছ কাটার কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং কর্তিত গাছ/ বনজদ্রব্যে বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী দেয়ার পর সমুদয় গাছ/ বনজদ্রব্য পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অপসারণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই চিহ্নিত মা গাছ এবং মার্কাবিহীন অন্য কোন গাছ/ বনজদ্রব্য (যদি থাকে) কর্তন বা অপসারণ করা যাবে না।

১৮।কৃতকার্য দরপত্রদাতা তার ক্রয়কৃত লটের গাছ কেটে লিখিতভাবে বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী চিহ্নের জন্য আবেদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। অন্যান্য বনজদ্রব্যের ক্ষেত্রেও লিখিতভাবে বিক্রয় মার্কা হাতুড়ীর ছাপ প্রদানের জন্য আবেদন করতে হবে।

১৯।কাঠের দুই মাথায় স্থানীয় রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা সুস্পষ্ট বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী (সেল মার্কিং হ্যামার) চিহ্ন দেয়া হবে। বিক্রয় মার্কা হাতুড়ীর চিহ্ন দেয়ার পূর্বে কোন কাঠ সরানো যাবেনা বা চিরাই করা যাবে না। এরুপ করলে তা বন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোন অবস্থাতেই কর্তিত গাছের মোথা অপসারণ করা যাবে না। সকল উৎসের বনজদ্রব্যের ক্ষেত্রেই বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী গ্রহণ করতে হবে।

২০। লট হতে কাঠ বাহির করে/ সকল উৎসের বনজদ্রব্য গন্তব্য স্থানে নেয়ার জন্য দরপত্রে প্রাপ্ত দরপত্রদাতাগণ কাঠের পরিমাণ উল্লেখ করে বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ অনুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে বরাবর করে চলাচল (টি.পি) পাশের জন্য সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করবেন এবং শুধুমাত্র টি.পি গ্রহণ করে বনজদ্রব্য স্থানান্তর করতে পারবেন। ব্যতিক্রমকারী ক্রেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। লটের ভিতর কোন মার্কা বিহীন খাড়া গাছ থাকলে তা সরকারী সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং মা গাছ হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে।

২১। কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণকে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে লটের গাছ কাটার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যদি অসতর্কতার দরুন মার্কাকৃত গাছ কাটার সময় যদি পাশের কোন গাছ/ ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ/ বিনষ্ট হয় তাহলে বিনষ্ট গাছের ও ঘর-বাড়ীর মূল্য বাজার দরের দেড়গুণ হারে কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণের নিকট হতে আদায় করা হবে। গাছ কাটার সময় যানবাহন, বৈদ্যুতিক তার, মাটির উপরে ও নীচে টেলিফোনের তার ও সড়কের

কোন ক্ষতি সাধিত হলে সংশ্লিষ্ট লটক্রেতা দায়ী থাকবেন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় জামানতের টাকা হতে ক্ষতিপূরণের টাকা কর্তন পূর্বক আদায় করা হবে।

২২। কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণ লট হতে বনজদ্রব্য পরিবহন করার সময় বন বিভাগের কর্মকর্তা/ ফরেস্ট রেঞ্জার/ ডেপুটি রেঞ্জার/ ফরেস্টার/ বন প্রহরী যে কোন স্থানে বনজদ্রব্যের বৈধতা পরীক্ষা করার জন্য পরিবহনকারী যানবাহন থামিয়ে চেক করতে পারবেন। এতে কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণের কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৩। সূর্যাস্থ হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত অর্থাৎ রাত্রিকালীন সময়ে কোন প্রকার বনজদ্রব্য লট হতে গাছ কর্তন/ স্থানান্তর করা যাবে না।

২৪। কৃতকার্য দরপত্রদাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লটের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে কোন প্রকার কারণ না দর্শায়েই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত লটের বনজদ্রব্য পুনরায় দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয় করতে পারবেন। পুনঃ বিক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে ১ম বারের কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণের জামানতের অর্থ হতে উক্ত ক্ষতির অর্থ কর্তন করা হবে। যদি ক্ষতির পরিমাণ জামানতের টাকার অধিক হয়, তবে বাদ-বাকী টাকা লটক্রেতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বরাবরে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণের নিকট বন বিভাগের প্রাপ্য উক্ত বকেয়া টাকা "পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী এ্যাক্ট" ১৯১৩ অনুযায়ী সার্টিফিকেট মোকদ্দমা দায়ের করে আদায় করা হবে।

২৫। দরপত্র নোটিশ জারীর পর কোন রুপ মুদ্রন জনিত কারণে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা তা সংশোধন করতে পারবেন। দরপত্র খোলার সময় বা পূর্বে লটের তালিকায় ভূল থাকলে তা সংশোধন/ সংযোজন করতে পারবেন। প্রয়োজনবোধে দরপত্র গ্রহণের পূর্বে লট এর পরিবর্তন করতে পারবেন এবং কোন লটের বনজদ্রব্য দরপত্রের তালিকা হতে বাদ দিতে বা নতুন লট/ বনজদ্রব্য তালিকা ভূক্ত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার সংশোধিত সিদ্ধান্তই সঠিক ও চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া লটের মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত পত্রে কোন ভূল-ত্রুটি হলে তা দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা সংশোধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬। লটের কাজ সম্পন্ন হলে কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে কার্য সমাপ্তি প্রতিবেদন (Completion Report) দাখিল করবেন। রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃতকার্য দরত্রদাতাগণের নিকট হতে কার্যসমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়ার পর কৃতকার্য দরপত্রদাতা বা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লট সরেজমিনে পরিদর্শণ করতঃ লটের বিক্রয় তালিকা বহির্ভূত ক্রমিক নম্বর বিহীন কোন গাছ বা মা গাছ কর্তন করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে এরুপ গাছের বিবরণ, গাছ হতে প্রাপ্ত বনজদ্রব্যের আনুমানিক পরিমাণসহ অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করতঃ কার্যসমাপ্তি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক এর মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট দাখিল না করা পর্যন্ত জামানতের টাকার পিও/ ডিডি/ এসডিআর অবমুক্ত করা হবে না। লটের কাজ শেষ হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কার্যসমাপ্তির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

২৭। কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণ কোন অবস্থাতেই মার্কা বিহীন অথবা বিক্রয় তালিকা বহির্ভূত অথবা কোন সংস্থা বা ব্যক্তির কোন গাছ কর্তন করতে পারবেন না। উক্ত শর্তাবলী ভঙ্গকারী কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণের নিকট হতে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা কর্তিত গাছের বাজার মূল্যের ০৩(তিন) গুণ অর্থ ক্ষতি পূরণ হিসেবে আদায় করতে পারবেন। ক্ষতিপূরণ আদায় সম্ভব না হলে "পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি এ্যাক্ট-১৯১৩" অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার মাধ্যমে আদায় করা হবে।

২৮। বিক্রিত লটের পার্শ্ববর্তী ১ (এক) কিলোমিটারের মধ্যে অবিক্রিত বাগানের যদি কোন বনজদ্রব্য চুরি হয় তবে কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণকে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন কার্যালয়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে। অন্যথায় এ জন্য সংশ্লিষ্ট কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণকে দায়ী করা হতে পারে এবং উক্ত ক্ষতির জন্য কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

২৯। দরপত্র খোলার দিন হতে বিক্রিত লটের বনজদ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণের উপর থাকবে। যদি কোন দৈব-দুর্বিপাকে, ঝড়-তুফানে, বন্যায় বা আগুনে পুড়ে, চুরি হয়ে যায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কারণে কোন লটের বনজদ্রব্যের কোন ক্ষতি হয় তার জন্য সরকারকে বা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে দায়ী করা যাবে না।

৩০। কোন দরপত্রদাতার নিকট পূর্বের কোন লটের টাকা অনাদায়ী থাকলে সেক্ষেত্রে কর্তনকৃত লটের জামানত অবমুক্ত করা বা না করা দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার এখতিয়ার ভূক্ত।

৩১। সর্বোচ্চ বা যে কোন দরপত্র গ্রহণ করার বা না করার ক্ষমতা দরপত্র কমিটির বিবেচনা সাপেক্ষ্য। এতদ্ব্যাপারে দরপত্র কমিটি কাহারো নিকট কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

৩২। ১,০০,০০০/-(একলক্ষ) টাকার উর্দ্ধের দরপত্র উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণ করা হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ার পর লটের মূল্য পরিশোধ নোটিশ দেয়া হবে।

৩৩। দরপত্র নোটিশে শর্ত হিসেবে যা উল্লেখ থাকুক না কেন দরপত্রদাতাগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন-কানুনের আওতাভূক্ত থাকবে এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্ত সমূহ চুক্তিপত্রের শর্ত বলে গণ্য হবে।

৩৪। দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দরপত্র প্রদান বা গ্রহণের সময় অফিস প্রাঙ্গনে সন্ত্রাসীমূলক আচরণ, বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ, উত্তেজনা, ত্রাস সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালান বা ভয়-ভীতি প্রদর্শণের মাধ্যমে দরপত্র দাখিলে বাঁধা প্রদান করেন, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এরুপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল করা হবে।

৩৫। বনজদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য তফসীলে বর্ণিত তারিখ ও সময় সূচী সংশোধন করা বা স্থগিত করা যাবে। এতদ্ব্যাপারে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা কাহারো নিকট কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য থাকবেন না।

৩৬। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কৃতকার্য দরপত্রদাতাগণ তার পক্ষে কাজ পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন না। কৃতকার্য দরপত্রদাতা তার প্রতিনিধি ও দিন মজুরদের পূর্ণ বিবরণ স্থানীয় রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করে লটের কাজ করার জন্য অনুমতি গ্রহণ করবেন। তার নিযুক্ত প্রতিনিধি অথবা দিনমজুরগণ যদি কোন বে-আইনী কাজ করেন তজ্জন্য কৃতকার্য দরপত্রদাতা সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন এবং তার/ উভয়ের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩৭। দরপত্র কমিটি কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র/ সকল দরপত্র বাতিল, স্থগিত এবং সংশোধন এবং আংশিক সংশোধন/ পরিবর্তন/ আংশিক পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। এ ব্যাপারে দরপত্র কমিটি কাহারো নিকট কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

৩৮। কৃতকার্য দরপত্রদাতা লটের গাছ কর্তনের পর গাছের লগ ও ডাল-পালা ফেলে যান চলাচল বা মনুষ্য চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবেনা। গাছ কাটার সাথে সাথে বিধি মোতাবেক তা অপসারণ করতে হবে।

৩৯। দরপত্র সম্পর্কে উদ্ভুত কোন আপত্তি থাকলে বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়ার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(মোঃ মতলুবুর রহমান)
পরিচিতি নং-১৩২৪৩
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
ফোন নং-০২৫৮৯৯০৫১৬৪৩৬
ই-মেইলঃ dfobogra@gmail.com

তারিখ : ২১/০৫/২০২৩ খ্রিঃ।

পত্র নং- ২২.০১.০০০০.২২১.১৭.০০৪.২৩- ৯১৭(২০০)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য নিম্নেবর্ণিত মহলে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ, বনভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, সামাজিক বনায়ন উইং, বনভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩। বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া।
৪। সকল বন সংরক্ষক/ পরিচালক, বন মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম/ পরিচালক, এফ.ডি.টি.সি. কাপ্তাই, ...
৫। জেলা প্রশাসক, বগুড়া/ জয়পুরহাট ও সভাপতি, জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি।
৬। পুলিশ সুপার, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
৭। সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বনভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৮। সকল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা .....
৯। পরিচালক, ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট, সিলেট/ রাজশাহী।
১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
১১। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বগুড়া/ জয়পুরহাট/ নওগাঁ।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
১৪। বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট/ পাকশী।
১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, এল.জি.ই.ডি. বগুড়া / জয়পুরহাট।
১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গনপূর্ত বিভাগ, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
১৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া সদর, শাহাজানপুর, নন্দীগ্রাম, সোনাতলা, শেরপুর, ধুনট, গাবতলী, সারিয়াকান্দি, কাহালু, আদমদীঘি, দুপচাঁচিয়া, শিবগঞ্জ, জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল ও সভাপতি, উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি।
১৮। জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
১৯। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
২০। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
২১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
২২। জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
২৩। সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
২৪। সভাপতি, প্রেস ক্লাব, বগুড়া/ জয়পুরহাট।

অনুলিপি বহুল প্রচারের জন্য নিম্নেবর্ণিত মহলে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। উপ-বন সংরক্ষক, রিমস্ ইউনিট, বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। তাকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি বন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২। সহকারী বন সংরক্ষক, বগুড়া/ জয়পুরহাট।
৩। রেঞ্জ কর্মকর্তা, বগুড়া সদর রেঞ্জ / ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শেরপুর/ দুপচাচিয়া/ কালাই/ জয়পুরহাট। তাকে তার এলাকায় মাইকিং ও ঢোল সহরত করে এ বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৪। সভাপতি, আদমদীঘি উপজেলাধীন মায়াবাড়ী মোড় হতে ছোট মালশন পর্যন্ত ২০১১-১২ সনের ৫.০ সিঃ কিঃ মিঃ সওজ বাগান সমিতি।
৫। সংশ্লিষ্ট নথি।
৬। অফিস নোটিশ বোর্ড।
৭। জনাব/ মেসার্স .....

(মোঃ মতলুবুর রহমান)
পরিচিতি নং-১৩২৪৩
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
ফোন নং-০২৫৮৯৯০৫১৬৪৩৬
ই-মেইলঃ dfobogra@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১২ অব ২০২২-২৩ (২য় বার) তারিখ-২১/০৫/২০২৩ খ্রিঃ এর লট তালিকা।

বাগানের অবস্থান : আদমদীঘি উপজেলার মায়াবিড়ি মোড় হতে ছোট মালশন পর্যন্ত ২০১১-১২ সনের ৫.০০ সিঃকিঃমিঃ সওজ বাগান (১ম বার) ঃ

জেলার নাম	উপজেলার নাম	বিভাগীয় লট নম্বর	রেঞ্জ/কেন্দ্রের লট নম্বর	গাছের প্রজাতি	মার্কিং তালিকা অনুযায়ী গাছের ক্রমিক নম্বর	লটে গাছের মোট সংখ্যা	আনুমানিক কাঠ (ঘঃফুঃ)	আনুমানিক জ্বালানী (ঘঃফুঃ)	বল্লির সংখ্যা	খুঁটির সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বগুড়া	আদমদীঘি	১৭/ববি অব ২০২২-২৩	০৩/দুপ/আদম অব ২০২২-২৩	আকাশমনি-১৩৬, ইউক্যালিপটাস-৪৩, শিশু-০১, রেন্ট্রি-১৪, পিতরাজ-০১।	০১ হতে ১৯৫	১৯৫	২৬৮.৭৩	৪৮০.০০	২৩	০	-
বগুড়া	আদমদীঘি	১৮/ববি অব ২০২২-২৩	০৪/দুপ/আদম অব ২০২২-২৩	আকাশমনি-২৩১, ইউক্যালিপটাস-৪৫, শিশু-০৩, বাবলা-০১।	১৯৬ হতে ৪৭৫	২৮০	২৫৯.২৪	৫৫৭.০০	২৮	০	-
বগুড়া	আদমদীঘি	১৯/ববি অব ২০২২-২৩	০৫/দুপ/আদম অব ২০২২-২৩	আকাশমনি-১৬, ইউক্যালিপটাস-৯২, আম-০১, অর্জুন-০১।	৪৭৬ হতে ৫৮৫	১১০	২৫০.১৩	২৫০.০০	১৫	০	-
বগুড়া	আদমদীঘি	২০/ববি অব ২০২২-২৩	০৬/দুপ/আদম অব ২০২২-২৩	আকাশমনি-০৭, ইউক্যালিপটাস-৮২, আম-০৩, মেহগনি-০১।	৫৮৬ হতে ৬৭৮	৯৩	২৫৬.৩১	২৩০.০০	১৩	০	-
বগুড়া	আদমদীঘি	২১/ববি অব ২০২২-২৩	০৭/দুপ/আদম অব ২০২২-২৩	আকাশমনি-৩২, ইউক্যালিপটাস-১৮৫, আম-০১, মেহগনি-০১, বকাইন-০১, রেন্ট্রি-০২।	৬৭৯ হতে ৯০০	২২২	২৪৮.৮২	৪৩৫.০০	২৮	০	-
বগুড়া	আদমদীঘি	২২/ববি অব ২০২২-২৩	০৮/দুপ/আদম অব ২০২২-২৩	আকাশমনি-৬৮, ইউক্যালিপটাস-৫৫, শিলকড়ই-০১, রেন্ট্রি-০১।	৯০১ হতে ১০২৫	১২৫	২৫৫.৩৮	৩০৯.০০	৯	০	-
বগুড়া	আদমদীঘি	২৩/ববি অব ২০২২-২৩	০৯/দুপ/আদম অব ২০২২-২৩	আকাশমনি-১৩৮, ইউক্যালিপটাস-১৬, রেন্ট্রি-০৪, বাবলা-০৭	১০২৬ হতে ১১৯০	১৬৫	২৫১.৩৭	৩৯৮.০০	১২	০	-
বগুড়া	আদমদীঘি	২৪/ববি অব ২০২২-২৩	১০/দুপ/আদম অব ২০২২-২৩	আকাশমনি-১০৪, ইউক্যালিপটাস-০১, রেন্ট্রি-০৭,	১১৯১ হতে ১৩০২	১১২	১৫৯.৯৯	৩৪০.০০	৭	০	-

২১/৫/২০২৩
(মোঃ মতলুবুর রহমান)
পরিচিতি নং-১৩২৪৩
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
ফোন নং-০২৫৮৯৯০৫১৬৪৩৬
ই-মেইল-dfobogra@gmail.com

২১/৫/২৩